সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

আলাপ

বর্ষ ২৬ সংখ্যা ০৩ মার্চ ২০১৭

শিশু সংখ্যা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৬: ০৩ সংখ্যা
মার্চ ২০১৭

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
শাহনেওয়াজ খান
মোহাম্মদ মহসীন
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মোঃ সাহিদুল ইসলাম
মমতাজ খাতুন

অলঙ্করণ ও গ্রাফিক্স
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ ও
মোঃ শামছুল আলম

সূচিপত্র

- মূল প্রবন্ধ: মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুদের অবদান ১-২
- সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড: অ্যালেন গিন্সবার্গ ৩
- জর্জ হ্যারিসনের গান: বাংলাদেশ বাংলাদেশ ৪
- জোয়ান বায়েজের গান ৫
- কুইজ: মুক্তিযুদ্ধের সাত বীরশ্রেষ্ঠ ৬
- কুইজ: ফিরে দেখা (প্রশ্নোত্তর) ৭
- গল্প: হাসির মূল্য ৮-৯
- কবিতা: তোমাকে পাওয়ার জন্য ১০
- মুক্তিযুদ্ধের সময় সচেতন শিল্পীদের ১১
- মুক্তিযুদ্ধের গান (একটি ফুলকে বাঁচাবো) ১২
- শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবি ১৩

মূল্য: ২০ টাকা

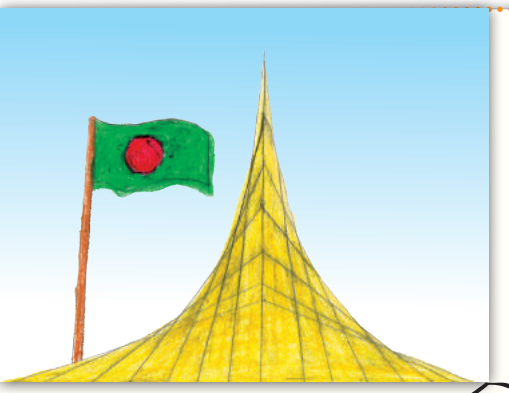

সম্পাদকীয়

২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী এদেশের সাধারণ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। রেহাই দেয়নি শিশু, নারী, বৃদ্ধ কাউকেই। কিন্তু বাঙালি বসে থাকেনি। সংগঠিত হয়ে তারা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। এ যুদ্ধে তিরিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্খা ছিল সব মানুষের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা। বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। সেই লক্ষে আমরা সবাই কাজ করে যাচ্ছি।

এবারের আলাপ সাজানো হয়েছে স্বাধীনতার নানান বিষয় নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধে সাতজন বীর শ্রেষ্ঠদের নিয়ে একটা কুইজ দেয়া হলো। তাদের ছবির নীচে সঠিক নাম লিখতে হবে। এভাবেই আমরা তাদের আবার স্মরণ করব।

মুক্তিযুদ্ধে অনেক বিদেশি বন্ধু আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এ সংখ্যায় এমন কয়েকজন কবি ও সংগীত শিল্পীর পরিচিতি রয়েছে। পন্ডিত রবিশঙ্কর উদ্যোগ নিয়েছিলেন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজনের। জর্জ হ্যারিসন, জোয়ান বায়েজ, বব ডিলান বাংলাদেশের জন্য গান গেয়ে জনমত গড়ে তুলেছেন। কবি অ্যালেন গিনস্বার্গ লিখেছিলেন বিখ্যাত কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ কবিতা আবৃত্তি করে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন।

বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি শামসুর রাহমান 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতাটি লিখেছিলেন অবরুদ্ধ বাংলাদেশে। মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে কবিতাটি মুক্তাঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন তিনি। এ কবিতা সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়াও রয়েছে গোবিন্দ হালদারের বিখ্যাত গান- একটি ফুলকে বাঁচাব বলে। গানটি গেয়েছিলেন শিল্পী আপেল মাহমুদ। রয়েছে শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবি।

লেখাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে সবার মনে আবার জেগে উঠবে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলির কথা। সবাইকে শুভেচ্ছা

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুদের অবদান

বাংলাদেশ আমাদের দেশ। যুদ্ধ করে আমরা এই দেশ অর্জন করেছি। এই দেশের জন্য জীবন দিয়েছে ৩০ লক্ষ মানুষ। সম্মান হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ মা-বোন। পাকিস্তানী সেনারা দেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর-বাড়ি হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। খাবার, আশ্রয় আর ওষুধের অভাবে মৃত্যু বরণ করেছে। এই যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করে আমেরিকা ও চীন। কিন্তু আমেরিকার সাধারণ মানুষ ছিল আমাদের পক্ষে। আজ আমরা তেমনি ক'জন বিদেশী বন্ধুর কথা জানব।

কবি অ্যালেন গিনস্‌বার্গ

গিনস্‌বার্গ ছিলেন একজন নামকরা কবি। যুদ্ধ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠ। এজন্য তিনি জেলও খেটেছেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনারা বাঙালিদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে মানুষ ভারতে পালাতে থাকে। যশোরের বেনাপোল দিয়ে যে রাস্তা ভারতে ঢুকেছে, তার নাম- যশোর রোড। এই রাস্তার দুপাশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিতে থাকে। ক্ষুধা, মৃত্যু, রোগ শোক হয়ে পড়ে তাদের নিত্য সংগী।

এই খবর শুনে গিনস্‌বার্গ কলকাতায় চলে আসেন। কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে চলে যান ত্রাণ শিবিরে। তখন ঐ এলাকায় চলছিল বন্যা। তিনি বন্যার পানি ভেঙ্গে শরণার্থী শিবিরে ঘুরে বেড়ান। দেখেন মানুষের দুঃখ কষ্ট। তারপর ফিরে যান দেশে। রচনা করেন এক বিখ্যাত কবিতা- সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড। এই কবিতা পড়ে ও শুনে দুনিয়ার মানুষ জানতে পারে বাস্তব ঘটনা।

বাংলাদেশের বর্বর হত্যাকান্ডের কথা আমেরিকাবাসী ও বিশ্বকে জানাতে তিনি উদ্যোগ নেন। ২০ নভেম্বর ১টি কবিতা পাঠের আসর বসে। সেখানে অংশ নেন- অনেক বড় বড় কবি ও শিল্পী।

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে- 'আমেরিকানস্ ফর বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন। বিভিন্ন পত্রিকায়ও কবিতাটি ছাপা হয়। এর পর সারা বিশ্বে সাড়া পরে। ভারতে কবিতাটি দিয়ে একটি পোস্টার ছাপা হয়। গিনস্‌বার্গ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এটি আবৃত্তি করতেন। এমনকি বাদ্যযন্ত্রের সাথে তিনি এটি উপস্থাপন করতেন। কোনো কোনো আসরে তার সঙ্গে থাকতেন নোবেল বিজয়ী বব ডিলানও।

(গিনস্‌বার্গের কবিতা- পৃষ্ঠা: ০৩)

জর্জ হ্যারিসন

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনারা সারা দেশে গণহত্যা চালায়। এই অত্যাচারে ১ কোটি মানুষ ভারতে পালিয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে- খুব ব্যথিত হন বিখ্যাত সেতার বাদক, পন্ডিত রবিশঙ্কর। বাংলাদেশের জন্য তিনি কিছু একটা করতে চান। তিনি ভেবে চিন্তে দেখেন, একাজের জন্য একজন উপযুক্ত মানুষ হলো জর্জ হ্যারিসন। গায়ক হিসেবে দুনিয়া জোড়া যার নাম ডাক। তাই তিনি তাঁর এক সময়ের শিষ্য জর্জ হ্যারিসনকে তাঁর মনের কথা বলেন। হ্যারিসনকে তিনি বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাঠান।

জর্জ হ্যারিসন এ প্রস্তাবে সাড়া দেন। তিনি তার অন্যান্য শিল্পী বন্ধুদের এ ব্যাপারে জানান।

এভাবে নিউইয়র্ক শহরের ম্যাডিসন স্কয়ারে আয়োজন হয় সবচেয়ে বড় গানের আসর। 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। ৪০ থেকে ৫০ হাজার মানুষ এই কনসার্টে যোগ দেয়। অনুষ্ঠানে গান করেন নোবেল বিজয়ী বব ডিলান, রিঙ্গো স্টার, বিলি প্রেষ্ঠন ও লিওন রাসেল। অনুষ্ঠান শুরু হয় পন্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলী আকবর ও ওস্তাদ আল্লা রাখা খানের সংগীত উপস্থাপন দিয়ে। রবিশঙ্কর ভেবেছিলেন- এই অনুষ্ঠানে ২৫ থেকে ৫০ হাজার ডলার পাওয়া যাবে। কিন্তু জর্জ হ্যারিসনের কারণে আয় হয় প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার। মানবিক কারণে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কনসার্ট হয়। কিন্তু 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আজও সব কিছুর উপরে দাঁড়িয়ে আছে। (জর্জ হ্যারিসনের গান- পৃষ্ঠা: ৪)

জোয়ান বায়েজ

জোয়ান বায়েজ ছিলেন ষাটের দশকের একজন প্রতিবাদী শিল্পী। কালো মানুষের অধিকার ও ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশের যুদ্ধে তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অবস্থা শুনে তিনি লিখেন "দ্যা স্টোরি অব বাংলাদেশ" নামের একটি গান। গানটি তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেয়ে শোনান। গান গেয়ে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি করেন। (জোয়ান বায়েজের গান- পৃষ্ঠা: ৫)

অ্যালেন গিনস্‌বার্গ-এর

কবিতা

সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড

(অংশ বিশেষ)

লক্ষ শিশু দেখছে আকাশ অন্ধকার
উদর স্ফীত, বিস্ফারিত চোখের ধার
যশোর রোডে-বিষন্ন সব বাঁশের ঘর
ধুঁকছে শুধু, কঠিন মাটি নিরুত্তর।

লক্ষ পিতা ভিজছে হিমেল বৃষ্টিতে
লক্ষ মাতা দুঃখ দেখে দৃষ্টিতে
লক্ষ ভাইয়ের হৃদয় শুধু যন্ত্রণা
লক্ষ বোনের নেইকো ঘরের সান্ত্বনা।

লক্ষ মাসি ভাতের জন্য যায় মরে
লক্ষ মাতুল মাতাল হয়ে শোক করে
লক্ষ পিতামহের গৃহ চূর্ণ প্রায়
পিতামহী হচেছ পাগল নিঃসহায়।

হাঁটছে পাকে পিতার কন্যারা
অবোধ শিশু ভাসিয়ে নিল বন্যারা
লক্ষ মেয়ে করছে বমন আর্তনাদ
লক্ষ পরিবারের আশা চূর্ণ সাধ।

লক্ষ প্রাণের ঊনিশ শত একাত্তর
উদ্বাস্তু যশোর রোডে সব ধূসর
সূর্য জ্বলে ধূসর রঙে মৃত প্রায়।
হাঁটছে মানুষ বাংলা ছেড়ে কলকাতায়।

সিক্ত মিছিল হাঁটছে মানুষ নিঃসহায়
ত্রস্ত ভীত ক্ষুব্ধ বালক থমকে চায়
স্তব্ধ আঁখি শীর্ণদেহ অস্থিসার
মানব বেশ এ ক্ষুধার্ত সব ফেরেশতার।

দুইটি শিশু দাঁড়িয়ে আছে বৃক্ষ ছায়
নীরব চোখে আমায় শুধু দেখেই যায়
অন্নজোটে সপ্তাহেতে একটি বার
দুধের গুঁড়ো ক্লান্ত শিশু চায় না আর

সীমান্তে আজ বানের পানি তা থৈ থৈ
সব ডুবেছে, খাদ্য দেবে পথটা কৈ?
মার্কিন সব দেবতারা কোথায় আজ?
বিমান থেকে শিশুর গায়ে ছুড়ছে বাজ?

- অনুবাদ: খান মোহাম্মদ ফারাবী

জর্জ হ্যারিসনের গান

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ

বন্ধু আমার এল একদিন
চোখভরা তার ধু ধু হাহাকার
বলল কেবল সহায়তা চাই
বাঁচাতে হবে যে দেশটাকে তার

বেদনা যদি বা না-ও থাকে তবু
জানি আমি, কিছু করতেই হবে
সকলের কাছে মিনতি জানাই আজ আমি তাই
কয়েকটি প্রাণ এসো না বাঁচাই

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
দেখছি সেখানে সকলই ধ্বস্ত
কত শত প্রাণ মরে নিঃশেষ
দেখিনি এমন বেদনা অশেষ
তোমরা সবাই দুহাত বাড়াও আর বুঝে নাও
মানুষগুলোকে সহায়তা দাও

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
দেখিনি কখনো এত দুর্যোগ
দেখছি সেখানে সকলই ধ্বস্ত
দেখিনি কখনো এত দুর্ভোগ
দোহাই তোমরা ফিরিও না মুখ, বলো এই কথা
মানুষগুলোকে দেব সহায়তা

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
মনে হবে সে তো কোন সীমানায়,
আমরা কোথায়
কী করে বা একে ছুড়ে দিই ফেলে
এত যে বেদনা রাখি দূরে ঠেলে
দেবে না তোমরা ক্ষুধিতকে রুটি সামান্য দুটি
মানুষগুলোকে সহায়তা দাও

- অনুবাদ: সাজ্জাদ শরিফ

জোয়ান বায়েজের গান

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ
পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যায়
লক্ষ মানুষ নিহত হয় বাংলাদেশে
আমরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখি;
ক্রুশবিদ্ধ পরিবার, কিশোরী মাতার অসহায় শূন্য দৃষ্টি
তার শিশু লড়াই করছে ঝড়-বৃষ্টি আর কলেরার সাথে।
ছাত্রাবাসে সন্ত্রাস
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা খুন হচ্ছে সৈনিকের হাতে,
নিদ্রামগ্ন ছাত্ররা তাদের বিছানায় সৈনিকের গুলিতে
ভয়ার্ত চিৎকার, হিমঠান্ডা পরিবেশ, রক্তাপ্লুত বিছানা বালিশ।

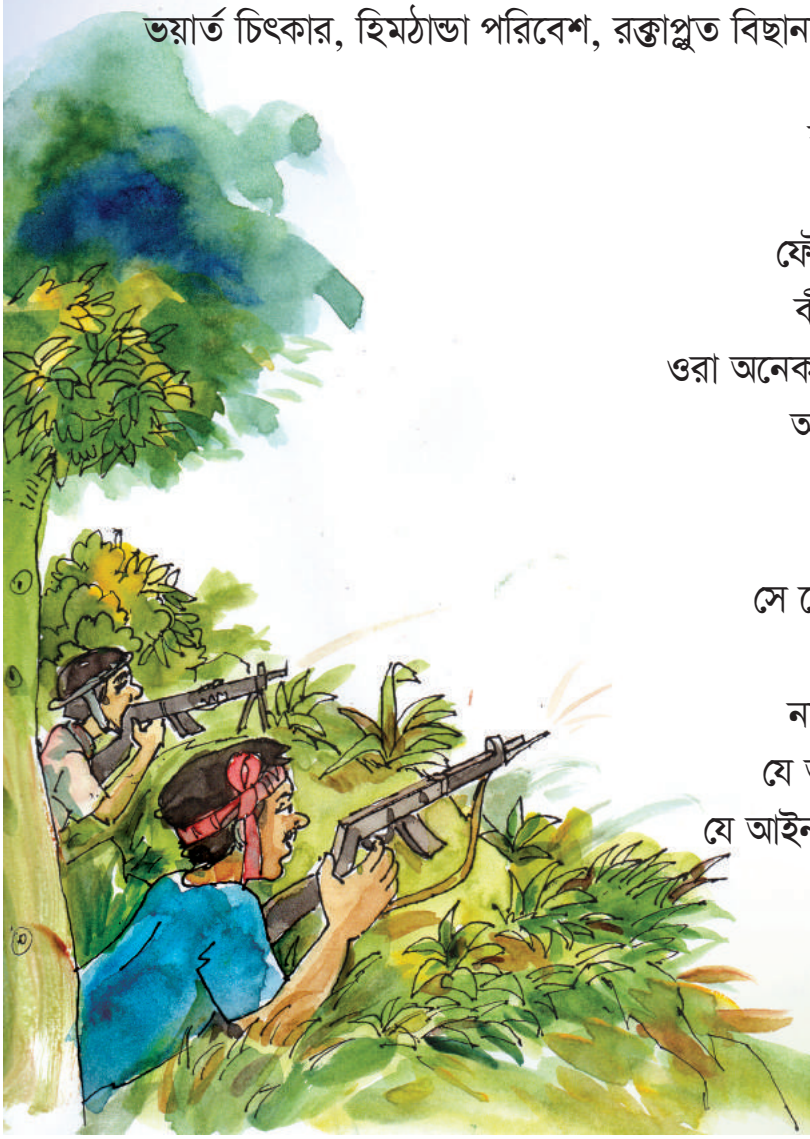

বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ
ফৌজি অফিসারের রক্তদানের আহ্বান
কী অদ্ভুত শোনায় স্বেচ্ছায় রক্তদান
ওরা অনেক করেছে, দিয়েছে শরীরের প্রতিটি রক্তকণা
আঘাত কিংবা রক্তপাতের বেদনাকে
গ্রাহ্য করেনি কখনো।
তাই তো বাংলাদেশের কাহিনি
সে তো আইনপ্রসূত আদেশ পালনে সিদ্ধ
অন্ধদের হাতে
নতুন করে গড়া সেই প্রাচীন কাহিনি
যে আইনের ওপর নির্ভরশীল জাতিসমূহ
যে আইন মাতৃভূমির জন্য দাবি করে আত্মত্যাগ।

- অনুবাদ: মফিদুল হক

ক্লুইজ

নিচে এলোমেলো ভাবে বীর শ্রেষ্ঠদের নামগুলো দেয়া আছে। ফুলের ভেতর ছবির নিচে সঠিক নাম বসাই। তারপর পাঠিয়ে দিই আলাপ এর ঠিকানায়। সঠিক উত্তর দাতাদের নাম আলাপে ছাপা হবে।

- সিপাহী হামিদুর রহমান
- ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান
- স্কোয়াড্রন লিডার রুহুল আমিন
- সিপাহী মোস্তাফা কামাল,
- ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
- ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ
- ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে ভাব। প্রয়োজনে বন্ধুরা মিলে খুঁজে বের কর। তারপর উত্তর আলাপের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। সঠিক উত্তর দাতাদের নাম আলাপে ছাপা হবে।

১. সাভার স্মৃতি সৌধের নকশা কে করেন?

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল?

৩. অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কয়টি সেক্টর ছিল?

১. .....

২. .....

৩. .....

৪. .....

৫. .....

৬. .....

৭. .....

৮. .....

৫. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির নাম কী ছিল?

৬. ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কোন স্থানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষন দিয়েছিলেন?

৭. চরমপত্র কে রচনা করতেন ও পাঠ করতেন?

৮. জল্লাদের দরবার অনুষ্ঠানটি কোন কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হতো?

৯. স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন কে ছিলেন?

১০. পাকিস্তানী সৈন্যরা কোথায় আত্মসমর্পন করে?

১১. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি গানটি কে রচনা করেছিলেন?

১২. বাংলাদেশের পতাকার নকশা কে করেন?

৯. .....

১০. .....

১১. .....

১২. .....

হাসির মূল্য

১৯৭১ সালের কথা। গোটা দেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধ। শহর ছেড়ে পাকিস্তানী মিলিটারিরা ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশের গ্রাম গঞ্জে। ঘরের মধ্যে আতংকে দিন কাটছে গ্রামের লোকজনের। ভয়টা একটু কমে এলে ঘর থেকে বের হলো সবাই। জীবনতো বাঁচাতে হবে। চাল, ডাল, আটা, সবজি কিনতে হবে। আতাহার সাহেবের ঘরেও ফুরিয়ে এসেছে খাবার। ছেলেমেয়েদের ঘরে পরার জামাও ছিঁড়ে গেছে। তাই তিনি সওদা করতে ঈশ্বরদী শহরের পথে চললেন।

সওদা কিনে ওঠেন ফিরতি গাড়িতে । গাড়িতে বসে আতাহার সাহেবের চোখে ঘুম চলে আসে। বসে বসে ঢুলতে থাকেন তিনি। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের রাজ্যে চলে যান। সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখতে থাকেন তিনি।

স্বপ্নের মধ্যেই তিনি দেখেন এক ঘটনা। সেদিন তাদের বিবাহ বার্ষিকী। কিন্তু বাসায় কেউ নেই। বড় ছেলে স্ত্রী সন্তান নিয়ে দুদিন হলো গেছে শ্বশুর বাড়ি। মেজো ছেলে পরিবারসহ ছুটি কাটাতে গেছে কক্সবাজার। ছোট ছেলেটি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে কবিতা নিয়ে ব্যস্ত। বাসা খা খা করছে। বৃদ্ধ আতাহার সাহেব আর তার স্ত্রী ঘরের বারান্দায় বসে গল্প করছেন। বিকাল শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামছে। গত বছরেও এই দিনে ছিলো ঘর ভরা ছেলে মেয়ে ও নাতী নাতনি। বসে বসে দুজনে সেসব দিনের স্মৃতি মনে করছেন। এমন সময় উঠানে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। কী ব্যাপার তা জানতে তারা উঠানের দিকে তাকান। দেখেন, সব ছেলে মেয়ে নাতী নাতনি হৈ হৈ করে বাসায় ঢুকছে। দূর থেকে নাতি নাতনিরা বলে, 'শুভ বিবাহ বার্ষিকী দাদা'। 'শুভ বিবাহ বার্ষিকী নানা'। নাতি নাতনিদের একথা শুনে আনন্দে ঘুমের মধ্যেই জোরে হেসে ওঠেন আতাহার সাহেব।

আর সাথে সাথে কোথা থেকে যেন ভেসে

এলো এক কর্কশ কণ্ঠ। তীব্র এক ঝাঁকুনি খান তিনি। তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ছিঁড়ে যায় স্বপ্নের জাল। দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে খাঁকি পোশাক পরা চার পাঁচজন পাকিস্তানি মিলিটারি। সাথে একজন বিহারী যুবক।

কখন যে মিলিটারিরা বাসে উঠেছে জানেন না আতাহার সাহেব। তিনিতো ছিলেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের জগতে। বিহারী যুবকটি মিলিটারিদের বলে- দেখেন, আপনাদের দেখে কেমন করে হাসছে। সে মুক্তির লোক। আস্ত গাদ্দার। একথায় যেন আগুনে ঘি পড়ে। পাঞ্জাবী মিলিটারিরা ছিল খুব হিংস্র। রাগে তারা ফেটে পড়ে। আতাহার সাহেবকে তারা খুব খারাপ গালি দেয়। তারপর বলে, দাঁড়া তোর হাসির জবাব দিচ্ছি। এই বলে বেয়নেটের এক খোচায় বিঁধে ফেলে আতাহার সাহেবকে। তারপর সবাই মিলে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে তাকে।

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আতাহার সাহেব। বাজারের থলে থেকে ছড়িয়ে পড়ে জিনিসপত্র। ছেলেদের জন্য কেনা জামাকাপড়, মেয়ের চুলের ফিতা।

মৃত্যু নিশ্চিত হলে মিলিটারিদের একজন ওই বিহারীকে বলে, 'উসকো ফেক দো'। বিহারীটি টেনে হিঁচড়ে আতাহার সাহেবের নিথর দেহটি বাসের দরজা দিয়ে ফেলে দেয়। পথের পাশে লতা পাতায় জড়ানো এক ঝোঁপে পড়ে তার দেহ।

আজ সেই ঝোঁপে ফুটে আছে এক কামিনী ফুলের গাছ। সেই গাছ থেকে ফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে পরে সবখানে।

শোনা গল্প অবলম্বনে
লিখেছেন: জাহিদুর রহমান খান

তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা

শামসুর রাহমান

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাংক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তুপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ
করল একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা-মাতার লাশের ওপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুত্থুরে এক বুড়ো
উদাস দাওয়ায় বসে আছে- তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্নের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য
থালা হাতে বসে আছে পথের ধারে।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত
জ্বলন্ত ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে
দিগ্বিদিক এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।
(অংশবিশেষ)

শামছুর রাহমান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। জন্ম: ১৯২৯ সালের২৪ অক্টোবর। পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রামে। শামছুর রাহমান পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। সারা জীবনে তিনি অসংখ্য কবিতার বই লিখেছেন। ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট এই মহান কবি মৃত্যু বরণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্পীদের আঁকা কিছু

পোস্টার

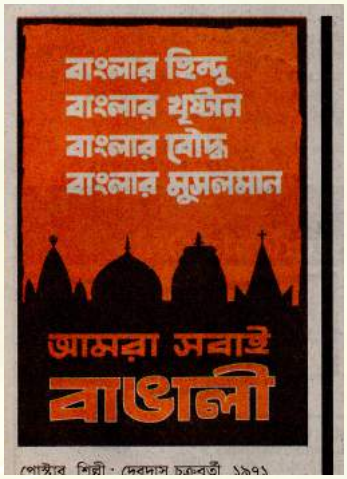

শিল্পী: দেবদাস চক্রবর্তী, ১৯৭১

শিল্পী: কামরুল হাসান, ১৯৭১

শিল্পী: প্রাণেশ মন্ডল, ১৯৭১

শিল্পী: বীরেন সোম, ১৯৭১

শিল্পী: নিতুন কুন্ডু, ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পোস্টার

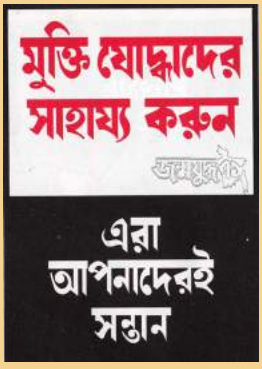

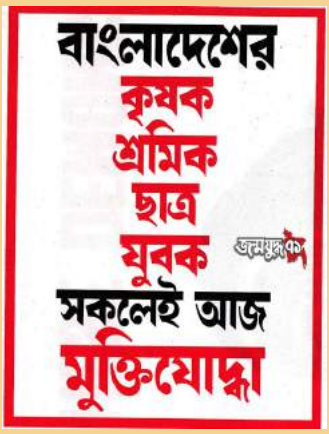

মুক্তিযুদ্ধের গান

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি

যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা
যার নদী জল ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা

যে দেশের নীল অম্বরে মন মেলছে পাখা
সারাটি জনম সে মাটির দানে বক্ষ ভরি

মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি

মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি

যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে
যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে

যে গৃহ কপোত সুখ স্বর্গের দুয়ার খোলে
সে শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি

গোবিন্দ হালাদার- পশ্চিম বাংলার একজন গীতিকার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলতে তিনি অনেক গান রচনা করেন। যেগুলো স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হতো। তার উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য ওঠেছে রক্ত লাল', 'লেফট রাইট লেফট রাইট', 'হুশিয়ার হুশিয়ার', 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' ইত্যাদি।

এর মধ্যে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'- গানটির সুর করেন আপেল মাহমুদ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই গানটি ছিল সবার অনুপ্রেরণা। ২০০৬ সালে এটি বিবিসি কর্তৃক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা গান হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০টি নির্বাচিত সেরা গানের মধ্যে ৭ম স্থানে স্থান পায় এই গানটি। ২০১২ সালে জনাব গোবিন্দ হালদারকে 'মুক্তিযোদ্ধা মৈত্রী সম্মাননা' পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবি

মাছুম পর্যায়: (৫ম) স্বাধীন
কুল পাগলি আশ্রয়ণ শিশু শিখন কেন্দ্র, লোহাগড়া চট্টগ্রাম

সাবিত বিন মুহি, রোল-১, সবুজ দল,
এসো ছবি আঁকি, শান্তি নগর, ঢাকা

সাজ্জাত হোসাইন, পর্যায়: স্বাধীন, রোল- ১৫
মিরিখিল ডাম শিশু শিখন কেন্দ্র, চুনতি, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম

স্বাধীনতার উচ্ছাস
সানজিদা আক্তার বৃষ্টি, রোল- ১৬
শ্রেণি ৬ষ্ট, আলোর ভুবন ইউসিএলসি
মিরপুর, ঢাকা

২৫ এ মার্চ কালরাত্রির গণহত্যা
সায়রা আক্তার, রোল- ৮
শ্রেণি ৬ষ্ট, আলোর ভূবন ইউসিএলসি
মিরপুর, ঢাকা

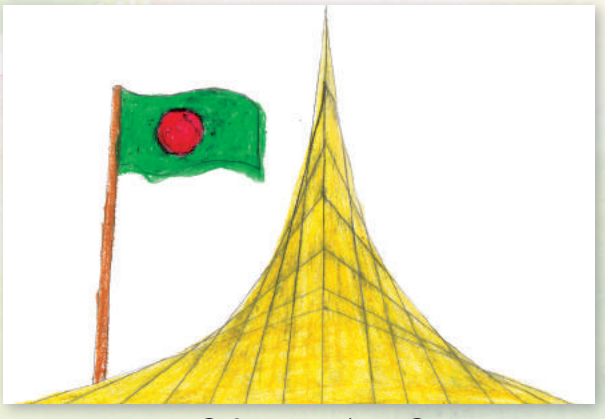

ইসমাঈল ফারুকী মিনহাজ, পর্যায়: স্বাধীন, রোল- ৬
মিরিখিল ডাম শিশু শিখন কেন্দ্র, চুনতি, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম

মাসিক আলাপ ■ রেজিঃ নং-৮০/৯৩

ছবি এঁকেছে ▪ লামিয়া রোল-৩, লাল দল 'এসো ছবি আঁকি' শান্তিনগর, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত কয়েকটি ভাস্কর্য

অপারেজয় বাংলা
ঢাকা

সাবাস বাংলাদেশ
রাজশাহী

দুর্জয় বাংলা
পাবনা

প্রতিরোধ স্তম্ভ
নারায়নগঞ্জ

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন- www. ahsaniamission.org.bd

সম্পাদক- কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP- Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission